Ananda Path (bengali)আনন্দ পথ is a indian bengali child short story. A story written by Muhammad Salim.

==

লেখক পরিচিতি

....

Muhammad Salim is an Indian Bengali writer and rural physician. Muhammad Salim born 5 May 1997 from Murshidabad district, West Bengal state of India.

==

ভূমিকা

লেখক মুহাম্মাদ সেলিম ছোটো গল্পের বইটি ২০১৮ সালে রচনা করেন। যা ছোটোদের জন্যে গল্পের বই আনন্দ পথ।ছোটোদের আনন্দময়ী করে তুলতে সাহায্য করবে এই গল্পের বইটা।আশাকরি আনন্দ পথ বইটি পড়তে ভালো লাগবে।

ছোট গল্পের নাম	লেখকের নাম	প্রকাশের তারিখ ও কোন প্রসঙ্গে
রুপালী নগর	মুহাম্মাদ সেলিম	০৭-০৫-২০১৭. রুপালী নগর সমন্ধে
আশ্চর্য ব্যাঙের বাচ্চা	মুহাম্মাদ সেলুম	০২-০৫-১৭. ব্যাঙের বাচ্চা সমন্ধে
পাগলা আবুলের কাহিনী	মুহাম্মাদ সেলিম	পাগলা আবুলের সমন্ধে
প্রাচীন বাড়ি	মুহাম্মাদ সেলিম	২০-০২-২০১৯. বাড়ি সমন্ধে

রুপালী নগর
(প্রথম গল্প)

(রুপালী নগর)

আমির আলি খুব গরিব ব্যাক্তি ছিলেন কিন্তু খুব সাহস আর বুদ্ধিমান এবং সত্যবাদী ছিল। তার বৌউ আর ছেলেমেয়েরা ছিল ভীষণ বদমাস আর লোভী।
কিন্তু আমির আলি কে তার স্ত্রী আর সন্তানেরা অনেক কস্টো দিতো কিন্তু তিনি তা কিছুই মনে করত না।
একদিন হল কি আমির আলি খুব ক্ষুদার্থ ছিল মাঠে কাজের পরিশেষে খাবার দিতে বলে স্ত্রীকে। কিন্তু স্ত্রী তার কথা কানে না নিয়ে সে পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে গল্পে মেতে ওঠে। আমির আলি কিছুটা জল খেয়ে সে শুয়েপড়ে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ভিজে যায় তার দুইপাশের গালগুলি। সে এবার ঠিক করে ফেলেছে
আর থাকবে না এই সংসারে সে অন্যদেশে যাবে।
ঠিক রাত্রি দুই প্রহরে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। অনেকটা পথ যাওয়ার পরে ক্লান্ত সে এক বটবৃক্ষের বসে বিশ্রাম নিলো এবং তার শেষে সে দেখল গাছের নিচে একটা সুড়ঙ্গ দেখতে পেল সুড়ঙ্গটা বেশ বড় আকারের সেটায় ফাঁকা ছিল এবং দেখতে অনেক সুন্দর। আমির আলি গর্তের ভিতরে যেতে শুরু করল সে অনেকটা যাওয়ার পরে বিশাল সোনালী রঙের ফটক বা দরজা দেখতে পেল। এবং সেটা বন্দ অবস্থায় ছিল। আমির আলি তো ভয় পেয়ে গেলো আর সে থর থর করে কাপতে লাগল।
এবং সে অনেকক্ষন ধরে সে ভাবল যে আমি কেন ভয় পাচ্ছি আমাকে তো কেউ আক্রমণ করছে না বা ভয়ঙ্কর তো কিছু নেই। আমির দরজার কাছে গিয়ে টোকা দিতেই অমনি দরজা খুলে গেল আর অনেক ব্যাক্তি তাহাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে যে আসুন আসুন মহারাজের শুভ আগমন হোক। আর সেখানকার মানুষরা তাহাকে ফুল, মালা,বরণ ডালা নিয়ে শুভেচ্ছা জানাই। এবং রাজপ্রাসাদে নিয়ে যায়। এবং রাজ সিংহাসনে বসায়।এবং রাজা হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করেন এবং রাজা হন।দিন আসে দিন যায় একদিন রাজা আমির আলি বেড়াতে যান তার রাজ্যের রুপালী নগর নামে এক এলাকায় তিনি ভ্রমণে গেলেন সেখানে নতুন নতুন আশ্চর্য জিনিস আছে।সেখানে আছে অনেক বড় সোনার ও রুপার প্রাসাদ আর রাজ্যটা যেন রুপা দিয়ে সাজানো আছে। সুন্দর ফুলের ফলের বাগান আছে।বাগানে আছে নানান ধরনের আশ্চর্য আশ্চর্য ভেল্কিবাজীর মতো অনেক কিছু। তখন মন্ত্রি বল্লেন মহারাজ এটা আপনার দ্বিতীয় রাজধানী এটায় আপনি যখন তখন আস্তে পারেন। আর ওটা তো প্রথম রাজধানী। রাজা আমির আলি ভাবল সে কি আমাকে তো জানান নি। মন্ত্রি বল্লেন হুজুর রাজ্যের আইন আছে সেই আইন অনুযায়ী রাজা যখন ভ্রমণে আসবেন তখন তাহাকে এই রাজধানীতে আস্তে পাবে তবে এখানে অনেক সুবিধা আছে ও বিপদ আছে।কেন না এটা কোনো সাধারণ প্রজারা বাস করে না। এখানে তারাই বাস যারা জাদুকর ধরনের বা আশ্চর্য ব্যাক্তি থাকেন। এখান সব গাছপালা সমস্ত জিনিস আশ্চর্যজনক।এখানে গাছপালা থেকে প্রজারা রাজার কথা শোনে ও বলে। এই সময় হঠাৎ রাজা সোনালী রুপার আপেল পাড়তে জায় অমনি গাছটা বলে ওঠে মহারাজ আপেল্টা কাঁচা আছে এটা খাওয়া যাবে না। রাজা আমির আলি বলেন

কি আশ্চর্য গাছ কথা বলে ও রুপোর আপেল খাওয়া জায়। মন্ত্রি বলে হজুর এখানে আপনার সবকিছুই খাওয়া যাবে। এবং সেখান থেকে দ্বিতীয় রাজবাড়ীতে যান সেখানে গিয়ে তো আশ্চর্য হয়ে গেলেন এত ঝলমলে রাজপ্রাসাদ আর সুন্দর আগে কখনো দেখেনি। কিন্তু এদিকে তার আসল বাড়ির কথা কবেই ভূলে গেছে। রাজা একদিন রাত্রে শুয়ে আছেন হঠাৎ স্বপ্নে দেখে তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা খুব কস্টে দিন কাটাচ্ছে।সে মন্ত্রিকে আদেশ করে আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসো। মন্ত্রি বলে ঠিক আছে মহারাজ নিয়ে আসছি আমির আলি ঠিকানা দেয় এবং দুদিন পরে নিয়ে আসে। তখন তার স্ত্রী আর সন্তানেরা দেখে তো অবাক স্ত্রী, সন্তান আর প্রজাদের নিয়ে খুব আরামে রাজ্য শাসন করতে লাগল।
=======================================

দ্বিতীয় গল্প

(আশ্চর্য ব্যাঙের বাচ্চা)

একদা একদিন ব্যাঙের বাচ্চা জন্মাল এক গরীব চাষী ব্যাঙের ঘরে। চাষী ব্যাঙ খব কস্টের সংগে সংসার চালাই। দিন আনে দিন খায়। আর সেই কাল নেই যে মাঠে বেশি কাজ আছে এখন তো আধুনিক কাল। সব কিছু যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ হয়। এমন একদিন ব্যাঙের বৌ এর একটা বাচ্চা হয়। কিন্তু বাচ্চাটা যেন বেশি অন্যরকম আলাদা এতোছোট যে ভালো বোঝা যায় না আর আধখান ব্যাঙের শরীর আছে আর আধখানা শরীর নেই। সবাই তো আশ্চর্য হয়ে বলে একি বাবা, একি কি বাচ্চা কস্মিনকালেও দেখেনি আধখানা শরীর আছে আধখানা নেই। চাষী ব্যাঙের স্ত্রীকে সবাই উপহাস করতে লাগল। কেউ কেউ বলল এ আসলে অপয়া একে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক। এক কান, দু-কান হতে হতে রাজার কানে যায়। রাজা ভীষণ ভারী বদমাশ আর তার মন্ত্রি ও বড় বদমাস। রাজা সেপাই পাঠিয়ে খবর নিতে বলল। সেপাই গিয়ে দেখে তো অবাক কান্ড। সে তাড়াতাড়ি এসে রাজা মশাইকে সব ঘটনা খুলে বলল। রাজা মশাইতো রাগে ফেটে পড়ল আর বলল চাষীর এতো শাহস আধখানা বাচ্চা জন্ম দেয়। ধরে আনো চাষী ব্যাঙ বৌকে আর তার ওই হতচ্ছাটা আধখানা ব্যাঙকে। ওর এখনি গতিবিধি করে দিচ্ছি। সেপাই গিয়ে ধরে আনল এদিকে তো রাজা বেজায় রেগে খাপ্পা মনে হয় খুন টুন করে ফেলবে।
চাষী ব্যাঙ বৌকে বলল তোমার এতবড় শাহস আধখানা বাচ্চা জন্ম দাও। তোমার আজ কি হবে দেখো।ব্যাঙ স্ত্রী ভয়ে ভয়ে সে কাঁপতে থাকে। সে বলক হজুর মাফ করবেন ভগবান যা দিয়েছে আমি কি করতে পারি। আমার তো কিছু হাত নেই। রাজা বলে আবার মুখে বড় বড় কথা। রাজা আধখানা ব্যাঙকে জিজ্ঞাসা করে এই যে হতচ্ছাড়া পুঁচকে তোর এতোবড় শাহস হয় কি করে আমার রাজ্যে আসা। পুঁচকে আধখানা ব্যাঙ বলে ওঠে মহারাজ আমায় খমা করুন। আমি আপনাকে বিপদের দিনে সাহায্য করব। রাজা এই কথা শুনে হা হা হা করে হেসে উড়িয়ে দেয়। আর বলে পুঁচকে ছোকরা কি বলে। আমি বলে কি না মহারাজ আমার আবার বিপদ হা হা হা আরেকবার হেসে বলে। সেপাই পুঁচকে আধখানা ব্যাঙটাকে কারাগারে বন্দী কর। আধখানা ব্যাঙটাকে কারাগারে বন্দী করল কিছুদিন পরে রাজার বড় অসুখ করেছে হাজার হাজার বদ্দি,হেকিম দেখিয়ে ভালো হচ্ছে না। একদিন আধখানা ব্যাঙটা বলল আমি ভালো করে দিতে পারি তবে একটা শর্ত আছে। যদি মহারাজ রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ দেন। রাহা রেগে যান তারপর মাথা ঠান্ডা রেখে বলে যাও ওকে নিয়ে আসো আমার কাছে। ব্যাঙটাকে নিয়ে আসা হয়। মহারাজ কে বলে হুজুর আমি আপনাকে রাত্রে একটা ওষুধ দেব খেয়ে শুয়ে থাকবেন সকালে আপনার রোগ নিরাময় হবে। যদি আমার শর্তে রাজি থাকেন। মহারাজ বলে আগে আমায় সুস্থ কর। আমি তোমার সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দেব। রাজাকে একটা গাছ তুলে দেয় আধখানা ব্যাঙ এবং সকাল হতেই রাজা সুস্থ হয়। কিন্তু এদিকে রাজার শর্তের ভুল হয়ে যায়। ব্যাঙকে তখন মুক্তি দেয়। কিন্তু বিবাহ দেবে না বলে তাকে রাজমহল থেকে বার করে দেয় ব্যাঙকে।সে কিছু কথা না বলে বাবা মায়ের কাছে ফিরে যায় আধখানা ব্যাঙটি।কিছুদিন যাওয়ার পরে একদিন হঠাৎ রাজবাড়ী আক্রমণ করে অন্য রাজ্যের রাজা। কিন্তু এদিকে এই রাজ্যের রাজা ভীষণ চিন্তিত কারণ তার সেনাবাহিনী অতো ভালো ছিল না।
♚রাজাকে আধখানা ব্যাঙ এসে বলল মহারাজ আমি আপনার রাজ্যকে বাঁচাতে পারি।যদি আমার সংগে আপনার মেয়ের বিবাহ দেন। রাজা বলল দিব কিন্তু তুমি তো পুঁচকে ব্যাঙ। এটা আমার রোগ নয় যে সারাবে এটা যুদ্ধ বুঝছো।ব্যাঙ বলে আমি ওসব বুঝি না আমি ওদেরকে হারাতে পারলেই তো হল নাকি। রাজা বলল ঠিক আছে যদি না পার তবে গর্দান যাবে ভেবে নিও কিন্তু। বাঙ এদিকে সে তার থলস ছেড়ে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে মাটি নিয়ে ফুঁ দিয়ে বিরোধী সেনাদের দিকে ছুড়ে দিতেই বিরোধী সেনারা চোখে কি যেন হল তারা সবকিছু ছেড়েছুড়ে পালাতে লাগল। আর রাজা তো ভীষণ খুশি। তারপর আধখানা ব্যাঙের সংগে মেয়ের বিয়ে দেয়। রাজকন্যা তাকে দেখে খুব ভয় পাই কিন্তু রাজকন্যা ব্যাঙের শরীরে হাত লাগাতেই ব্যাঙ আধখানা থেকে এক সুন্দর শক্তিশালী ব্যাঙে পরিণত হল।

এবং মহারাজ একদিন আধখানা ব্যাঙ্কে রাজ্যভার দিয়ে বিশ্রাম নিল। এখন আধখানা ব্যাঙ মহারাজা সে সুন্দরভাবে রাজ্য শাসন করতে লাগল।
==

তৃতীয় গল্প

(পাগলা আবুলের কাহিনী)

আবুল নামে একজন পাগল ব্যাক্তি ছিল সে দিন রাত ঘুরে ঘুরে বেড়াত। কাজে একেবারে ছিল না মন। বাবা মা তাহাকে খুব মারত ও বকা দিত কিন্তু আবুল বলত আমি ধনী আমি ধনী কেনে কাজ করব। বাবা মা আর গ্রামের মানুষ তাকে পাগল বলে উল্লেখ করে। খেতে পাই না ঠিকমত কাজ জানে না সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায় পাগলের মত। একদিন তো আবুল পাগল কে বাবা মা আর গ্রামের বাসিন্দারা মেরে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিল। কেন না আবুল একটা অপয়া ব্যাক্তি যেখানে যাই সেখানেই খতি হয় তাই আবুল কে তাড়িয়ে দেয়।কিন্তু আবুল দুখীমনে কাঁদতে কাঁদতে চলে যায় বনে। কিন্তু আবুল জানত না যে তার কাছে এক অদ্ভুত শক্তি আছে। আবুল রাত্রে বনের দিক থেকে হেটে চলেছে হঠাৎ করে বিকট শব্দ আসে তার কানে। দেখে একদল ডাকাত আছে তারা নিজে নিজেরাই ঝামেলাই লিপ্ত। আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় আবুল আর লুকিয়ে থাকে এক পাথরের পিছনে। ডাকাতদলের ঝামেলা থেমে যেতেই আবুল কে দেখে ফেলে। এবং তাকে ধরে আনে আর মেরে ফেলতে যায় তখনি আবুল পাগলের মত আচরণ করতে থাকে আর ভুলভাল বকতে থাকে। তখন পাগলা আবুলকে ডাকাতদল পাগল বুঝতে পারে। তখন তাকে পাগল বলে ছেড়ে দেয়। আর আবুল চলে আসে কিছুটা দূরে আর দেখে ডাকাতরা কি করে ডাকাতদল একটা পাথর সরিয়ে এক গুহায় ঢোকে পড়ে আর কিছু বস্তা, যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে যাই। কিন্তু আবুল বুঝতে পারে তারা ডাকাতি করতে যাচ্ছে। ডাকাতদল চলে যাওয়ার পরে আবুল গুহায় প্রবেশ করে দেখে বিশাল বিশাল ধনসম্পদ আছে। আবুল আর দেরি না করে যতটা পারে সোনা, রুপা,মণি,মুক্তা নিয়ে চলে আসে। এবং সে অনেক অনেক বড় ধনী হয়। আর মানুষকে খুব ভালোবাসে দানের তুলনা নেই। এদিকে রাজা তার কথা লোকমুখে শুনতে পায় তার গুনের কথা। রাজা একদিন তাহাকে ডেকে আলাপ করে। এবং মহারাজ ঠিক করেন যে তার একমাত্র কন্যার সংগে বিবাহ দেবেন আবুলও রাজি হয়ে যায়। একদিন পাজি দেখে শুভ বিবাহ হয়। এবং কিছুদিন পরে রাজা তাহাকে ডেকে বলে বাবা আমার তো অনেক বয়স হয়েছে আমি বিশ্রাম নিতে চাই। তাই তোমাকে রাজ্যভার দিয়ে আমি আরাম পেতে চাই। পরদিন রাজা সবার সম্মুখে পাগলা আবুল কে রাজার মুকুট খুলে পরিয়ে দেয় আর বলে মহামান্য আমার সদস্যগণ আজ থেকে আমার জামাতাই হচ্ছে এই রাজ্যের বর্তমান রাজা। পাগলা আবুল তার মা বাবাকে রাজবাড়ীতে নিয়ে আসে। আর পাগলা আবুল রাজা হয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকে। এবং তার বাবা মা অতি আদর করে ডেকে বলে আমার আমার পাগলা আবুল।
==

চতুর্থ গল্প

(প্রাচীন বাড়ি)

আনন্দপুর গ্রামে এক মস্ত বড় বাড়ি ছিল যা প্রাচীন বাড়ি নামে খ্যাত। একযুগের কথা প্রায় এখনো আছে তবে কেউ থাকে না। বাড়িটি দোতলা মনে হয় যতসম্ভব প্রাচীন যুগের রাজা মহারাজাদের হবে। আনন্দপুর গ্রামের লোক ও আসেপাশের দু-পাঁচটা গ্রামের অনেক সাহসী যুবক গিয়েছিল বাড়িটির মধ্যে কিন্তু কেউ আর ফেরত আসেনি। সেই থেকে ওই বাড়িটিতে আর কেউ ঢোকার সাহস হয় না। এবং সেখানে নোটিশ বোর্ড ঝোলানো আছে যাতে করে আর কেউ প্রবেশ না করে।
একদিন হয়েছে কি ওই গ্রামের একজন সাহসী যুবক তাকে বাবা মার অবাধ্য ছেলে সে যাবে বলে মনস্থির করে তাহাকে সবাই নিষেধ করে কিন্তু সে যাবে। সে একধরনের ডাকু ও বাবা,মায়ের অবাধ্য ছেলে। সে কারো কথা শোনে না সে যাবেই শেষ পর্যন্ত যাচ্ছে। আর গ্রামের বাসিন্দাদের বলে তোমরা বাড়ির চারিদিকে ঘিরে থাকবে। লাঠিসোঁটা নিয়ে থাকবে। সাহসী যুবক আলি এবার দরজা খুলে ঢোকে অবশ্য তার কাছে ছিল একটা পিস্তল, খুতনি সমান পাকা লাঠি নিয়ে আলি ভিতরে প্রবেশ করল। সে সেখানে প্রথম দরজার কাছে গিয়ে দেখে অবশ্য কেউ নাই আর ঘরের ভিতরে কি অন্ধকার অন্ধকার ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। এ ঘর ওঘর গিয়ে কিছুই নেই। ওপরের একটা ঘরে গেলো তবে দেখতে পেল কিছু বোতল, ডিমের খোসা আর কিছু জুতা। আলির আর বুঝতে বাকি রইল না সে আরো ঘরে আস্তে আস্তে গিয়ে দেখে কিছু শোনা যাচ্ছে। যুবক আলি গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল। আলি অবশেষে ওই ঘরে গেল তখন সে

দেখতে গেল কিছু গোঁফ ওয়ালা মাস্তান আছে তারা কিছু খাচ্ছে আর গল্প করছে। এবং সোনা রুপা,মুক্তা মানিক্যের পাহাড় বানিয়ে ফেলেছে। আর আগে যারা গিয়েছিল তাদের কে দেখাগেলো না।
সে চুপিচুপি ফিরে আসে। আর বাহিরের লোকেরা যুবক আলিকে আস্তে দেখে খুব খুসি।কেন না এই প্রথম কেউ ওই ভুতুড়ে বাড়িতে গিয়ে ফিরে এসেছে।
তখন যুবক আলি সবাই কে চুপচাপ ডেকে সব ঘটনা খুলে বলে। তখন গ্রামের সবাই সকালের অপেক্ষায় আছে। কিছু ঘন্টা কাটার পর সকাল হল। সবকিছু পরিস্কার হল তখন যুবক আলি বলে যাও যে যা পাও নিয়ে আসো আর প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে আক্রমণ কর।
সবাই ঢুকে ওই ডাকাতদের মেরে গুড়িয়ে দিয়ে।সোনা রুপা আর যা যা ছিল তা নিয়ে এসে ➗ভাগ বাটোয়ারা করে নেই।যুবক আলি আর গ্রামবাসিরা মহা ধুমধাম অনুসঠান করে সবাই কে খাওয়ায়। আর যুবক আলি ও গ্রামবাসিরা ধনী হয়ে ওঠে। আর সেই প্রাচীন বাড়িতে মসজিদ করে পার্থনা হয়।

(সা